

আদর্শ নেতার শ্রেষ্ঠ ভাষণ

১. বিদায় হজ্জ প্রদত্ত সাংবিধানিক ভাষণ

বিশ্বনেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর অনেকগুলো ভাষণের উল্লেখ রয়েছে বিভিন্ন হাদিস ও সীরাত গ্রন্থাবলীতে। তবে সর্বাধিক খ্যাতিমান ভাষণ হজ্জের ভাষণ।

আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে হজ্জ ফরয হবার পর রসূলুল্লাহ সা. একবারই হজ্জ করেছেন। তাঁর এই হজ্জ ‘বিদায় হজ্জ’ নামে খ্যাত। তিনি এ হজ্জ করেন তাঁর ওফাতের মাত্র তিন মাস পূর্বে। এ হজ্জে তাঁর লক্ষাধিক সাথির (সাহাবীর) সমাবেশ ঘটে। এ হজ্জের ভাষণে তিনি তাঁর সাথিদের নিকট থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। সে কারণেই এটিকে তাঁর বিদায়ী হজ্জ বলা হয়।

তিনি তাঁর এই হজ্জ সম্পাদন করেন ১০ হিজরি সনে। ২৬ জিলকদ থেকে ১৪ জিলহজ্জ মোট ১৯ দিন তিনি এ হজ্জের সফরে অতিবাহিত করেন (তবে তারিখের ক্ষেত্রে বিভিন্নজনের বর্ণনায় কিছুটা তারতম্য আছে)। হজ্জ পালন করেন ৮ থেকে ১৩ জিলহজ্জের মধ্যে। এটা ছিলো ৬৩২ খৃস্টাব্দ।

এ হজ্জের ভাষণে তিনি মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক নির্দেশাবলী প্রদান করেন। সেই সাথে প্রদান করেন কতিপয় সোনালি উপদেশ।

এ হজ্জ পালনকালে তিনি তিন চারটি ভাষণ দিয়েছিলেন। তবে ৯ জিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে হজ্জের ভাষণ (খুতবা) এবং ১০ জিলহজ্জ মিনায় প্রদত্ত একটি ছোট ভাষণই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর হজ্জের ভাষণ বিভিন্ন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। হাদিস ও সীরাত গ্রন্থাবলীতে সাহাবীগণের খণ্ড খণ্ড বর্ণনা উল্লেখ হয়েছে। এখানে সবগুলো বর্ণনা সমন্বিত করে দেয়া হলো।

তাঁর এই ভাষণে যেহেতু অনেকগুলো সাংবিধানিক দফা রয়েছে, তাই আমরা দফাওয়ারী নম্বর জুড়ে দিলাম। ভাষণ:

১. আল্লাহর প্রশংসা: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা কেবল তাঁরই প্রশংসা করছি। আমরা কেবল তাঁরই কাছে সাহায্য চাই। আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি কেবল তাঁরই কাছে।
২. আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা: আমরা নিজেদের দ্বারা নিজেদের অনিষ্ট সাধন থেকে এবং নিজেদের মন্দ কর্ম থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি যাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন, কেউ তাকে বিপথগামী করতে পারে না। কেউ নিজের সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপথে চলার সুযোগ লাভ করলে কেউ তাকে সঠিক পথে আনতে পারে না।
৩. আল্লাহর এককত্ব ও সার্বভৌমত্বের এবং মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাতের ঘোষণা: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (সার্বভৌম কর্তা, বিধানদাতা, ত্রাণকর্তা ও উপাস্য) নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো শরিক নেই। মুহাম্মদ তাঁর দাস ও রসূল।
৪. এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের অসিয়ত: হে আল্লাহর দাসেরা! আমি তোমাদের কেবলমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। অতপর আমার বক্তব্য শুরু করছি।
৫. এটি আমার বিদায়ী ভাষণ: হে জনমণ্ডলি! তোমরা মনোযোগ সহকারে আমার বক্তব্য শোনো। হয়তো এ বছরের পর এ স্থানে তোমাদের সাথে আমার আর কখনো সাক্ষাত হবে না।
৬. জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা: হে জনমণ্ডলি! তোমাদের একজনের জীবন ও সম্পদ আরেকজনের কাছে ঠিক তেমনি পবিত্র ও সম্মানিত, যেমন পবিত্র আজকের এই দিন (হজ্জ বা আরাফার দিন) এবং এই মাস। (অর্থাৎ তোমাদের একের পক্ষে অন্যের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি সাধন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলো।) তোমাদের প্রভুর নিকট পৌঁছা পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) এ বিধান মেনে চলবে। আমি তোমাদের বার্তা পৌঁছে দিলাম। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।
৭. আমানতের নিরাপত্তা: যার কাছে কোনো (কিছু) আমানত (গচ্ছিত) রাখা হয়েছে, সে যেনো সেই আমানত তার মালিককে ফেরত দেয়।
৮. সুদ নিষিদ্ধ ও মওকুফ: সুদ প্রথা নিষিদ্ধ করা হলো। পূর্বের প্রাপ্য সমস্ত সুদ মওকুফ। তোমরা কেবল মূলধনই ফেরত পাবে। সবার আগে আমি আমার চাচা আবদুল মোত্তালিবের পুত্র আব্বাসের সমস্ত সুদ মওকুফ করে দিলাম।

৩৮ আদর্শ নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ

৯. সমস্ত কুসংস্কার রহিত: জেনে রাখো, জাহেলি যুগের সমস্ত কুসংস্কার রহিত করা হলো। এখন সমস্ত কুসংস্কার আমার পদতলে।
১০. খুনের প্রতিশোধযুক্ত রহিত: জাহেলি যুগের সকল খুনের প্রতিশোধ দাবি রহিত করা হলো। সবার আগে আমি আমার বংশের আমার বিন রবিয়া বিন হারেছ বিন আবদুল মুত্তালিবের খুনের প্রতিশোধ দাবি প্রত্যাহার করে নিলাম।
১১. জাহেলি পদ পদবি ও মর্যাদা রহিত: এখন থেকে জাহেলি যুগের সকল পদ পদবি ও মর্যাদা রহিত করা হলো। শুধুমাত্র কা'বার তত্ত্বাবধান ও হাজিদের পানি পান ব্যবস্থার পদ বহাল থাকবে।
১২. হত্যার শাস্তি বিধান: ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অনিচ্ছাকৃত হত্যার বিনিময় একশত উট। এক্ষেত্রে কেউ বেশি দাবি করলে তা হবে জাহেলি রীতি।
১৩. শয়তানের আনুগত্য করো না: হে জনতা! দীন (ইসলাম) পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর শয়তান আর এই ভূমিতে উপাসনা লাভ করার আশা করে না। তবে, তোমরা যে ছোটখাটো গুণাহগুলোকে হালকা মনে করো সেগুলোর ক্ষেত্রেও যদি তার আনুগত্য করো তবে সে খুশি হবে। সুতরাং দীনের ব্যাপারে সতর্ক থাকো।
১৪. হারাম মাসকে হালাল করো না: তোমরা মাসের রদবদল করে হারাম মাসকে হালাল করো না।
১৫. স্বামী স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণ: হে লোকেরা! স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা তাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছো আল্লাহর আমানত হিসেবে। আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে তোমরা তাদের সাথে যৌন মিলন বৈধ করে নিয়েছো। তোমাদের উপর তাদের অধিকার রয়েছে। তাদের উপরও তোমাদের অধিকার রয়েছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হলো: তোমরা পছন্দ করো না এমন কাউকেও তারা তোমাদের ঘরে প্রবেশ করতে দেবে না, কারো সাথে যৌন অপরাধ করবে না। যদি তারা এমনটি করে বসে, তবে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন, তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে তোমরা তাদের বিছানা আলাদা করে দিতে পারো। তাতেও সংশোধন না হলে এমন হালকা দৈহিক আঘাত করতে পারো, যাতে শরীরে কোনো দাগ না পড়ে। কোনো নারী স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ খরচ করবে না।

তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো, তারা পরিশুদ্ধ জীবনযাপন করলে তোমরা প্রচলিত উত্তম রীতিতে তাদের প্রয়োজনীয় জীবন সামগ্রী সরবরাহ করবে।

আমি তোমাদের অসিয়ত করছি, তোমরা স্ত্রীদের সাথে সুন্দর আচরণ করবে। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের দায়িত্বে অর্পণ করেছেন। উত্তম পন্থায় তাদের শিক্ষাদান করবে।

জেনে রেখো, আমি বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। তোমরা সাক্ষী থাকো।

১৬. একজনের অপরাধে আরেকজন দণ্ডিত হবে না: হে জনতা! শুনে রাখো, একজনের অপরাধের জন্যে আরেকজনকে দণ্ড দেয়া যাবে না। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে দণ্ড দেয়া যাবে না। পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দণ্ড দেয়া যাবে না।

১৭. নেতৃত্ব ও আনুগত্য: জেনে রাখো, যদি কোনো নাক বোঁচা ক্রীতদাসকেও তোমাদের নেতা নিযুক্ত করা হয় এবং সে যদি আল্লাহর কিতাবের অনুগত থাকে, তবে তোমরা অবশ্যি তার আনুগত্য করবে, আদেশ পালন করবে।

১৮. মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বের: হে জনমণ্ডলি! জেনে রাখো, একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের ভাই। বিশ্বের সকল মুসলিম এক উম্মাহর সদস্য। সুতরাং একজনের সম্পদ অন্যজন অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করবে না।

১৯. বিশ্বমানবের ঐক্য ও সাম্য: হে জনমণ্ডলি! নিশ্চয়ই তোমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক একজনই আর তোমাদের আদি পিতাও একজনই। সুতরাং কোনো অনারবীর উপর কোনো আরবীর এবং কোনো আরবীর উপর কোনো অনারবীর কোনো প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং সাদার উপরও কালোর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সব মানুষ সমান। সব মানুষ আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।

২০. মর্যাদার সিঁড়ি তাকওয়া: তবে তোমাদের মধ্যে সম্মানিত ও মর্যাদাবান বলে বিবেচিত হবে তারা, যারা তোমাদের মধ্যে অধিকতর আল্লাহভীরু এবং ন্যায়নীতিবান।

২১. অধীনস্তদের অধিকার: হে লোকেরা! তোমরা তোমাদের অধীনস্ত দাস দাসী, চাকর চাকরানী ও কর্মচারীদের ব্যাপারে সচেতন থাকবে। তাদের প্রতি যুলুম ও অন্যায় আচরণ করো না। তাদের মনে আঘাত করো না।

তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তাই খেতে দেবে। তোমরা যা পরবে, তাদেরকেও তাই পরতে দেবে।

২২. পিতৃত্ব অস্বীকার করা নিষিদ্ধ: হে জনমণ্ডলি! পিতৃত্ব অস্বীকার করা নিষিদ্ধ। যে সন্তান তার পিতা ছাড়া অপর কাউকেও পিতা দাবি করবে এবং যে দাস নিজ মনিব ছাড়া অন্য কাউকেও মনিব দাবি করবে, তাদের প্রতি অভিশাপ। বিছানা যার পিতৃত্ব তার।

২৩. ব্যাভিচারীর দণ্ড: ব্যাভিচারীর শাস্তি (প্রস্তরাঘাতে) মৃত্যুদণ্ড। আল্লাহর কাছেও তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

২৪. উত্তরাধিকার নির্ধারিত: আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেকের উত্তরাধিকার নির্ধারিত করে দিয়েছেন। সুতরাং ওয়ারিশদের জন্যে আর অসিয়ত করা যাবে না।

২৫. দান ঋণ যামিন: মনে রেখো, দানের প্রতিদান প্রাপ্য। ঋণ অবশ্যি পরিশোধ করতে হবে। যামিনদার ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্যে দায়ী থাকবে।

২৬. দীনের যথাযথ হেফাযত: সাবধান, তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, বাড়াবাড়ি করে অনেক কওম ধ্বংস হয়ে গেছে। আমার পরে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ো না। তোমাদেরকে অবশ্যি আল্লাহর কাছে হাযির হতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে।

২৭. শেষ নবী, শেষ উম্মত, শেষ বিধান: হে জনমণ্ডলি! জেনে রাখো, আমার পরে আর কোনো নবীও আসবে না, আর নতুন কোনো উম্মতেরও আবির্ভাব ঘটবে না। সুতরাং, তোমরা কেবল তোমাদের প্রভু এক আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদত করবে, দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায় করবে, রমযান মাসে রোযা রাখবে, মনোতুষ্টির সাথে তোমাদের সম্পদের যাকাত প্রদান করবে, তোমার প্রভুর ঘরে হজ্জ করবে এবং তোমাদের দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করবে— এভাবেই তোমরা প্রবেশ করতে পারবে জান্নাতে।

২৮. কুরআন এবং সুন্নাহ্ই মুক্তির পথ: হে জনমণ্ডলি! জেনে রাখো, আমি তোমাদের মধ্যে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতোদিন সে দুটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততোদিন তোমরা কখনো বিপথগামী হবে না। তার একটি হলো: আল্লাহর কিতাব আল কুরআন, আর অপরটি হলো তাঁর রসূলের সুন্নাহ।

২৯. জ্ঞান পরবর্তীদের কাছে পৌঁছে দাও: হে জনমণ্ডলি! তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছো, তারা অবশ্যি অনুপস্থিত লোকদের কাছে এই ফরমানগুলো পৌঁছে দেবে। কারণ, পরবর্তী যাদের কাছে এসব বার্তা পৌঁছবে, তাদের অনেকেই, যে পৌঁছাবে তার চাইতে অধিকতর উপলব্ধি করবে।

৩০. সাক্ষ্য গ্রহণ: আরাফার ভাষণ শেষে রসূলুল্লাহ সা. জনমণ্ডলিকে (প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন) জিজ্ঞেস করলেন: শোনো, আল্লাহর কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা কী জবাব দেবে?

লোকেরা সমস্বরে বললো, আমরা বলবো: আপনি আমাদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। আপনি সঠিকভাবে আমানতের হুকু আদায় করেছেন। উম্মতের কল্যাণে আপনি সবকিছু করেছেন। সত্যের উপর পড়ে থাকা পর্দা সরিয়ে সত্যকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।”

এ সময় রসূলুল্লাহ সা. আকাশের দিকে আংগুল তুলে তিনবার বললেন: হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো! হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকো!, হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকো!” ২

রসূলুল্লাহ সা.-এর ভাষণ শেষ হবার পরপরই মহান আল্লাহ নাযিল করলেন ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার সেই সোনালি দলিল:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا •

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্যে পূর্ণাঙ্গ (perfect) করে দিলাম তোমাদের দীন এবং সমাপ্ত (complete) করলাম আমার নিয়ামত (কুরআন), আর তোমাদের জন্যে ইসলামকে মনোনীত করলাম দীন হিসেবে।” (সূরা ৫ মায়িদা : আয়াত ৩)

২. তবুক প্রান্তরে রসূলুল্লাহর ভাষণ

মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ সা. রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি তবুক পৌঁছেন। সৈন্য

২. রসূলুল্লাহ সা.-এর এই ভাষণ সংকলন করা হলো: সহীহ বুখারি, সহীহ মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে ইমাম আহমদ, সীরাতে ইবনে ইসহাক, সীরাতে ইবনে হিশাম, মু'আত্তায়ে ইমাম মালেক, সীরাতে ইবনে জরির তাবারি, যাদুল মা'আদ এবং মুহসিনে ইনসানিয়াত গ্রন্থাবলীর সূত্রে। পয়েন্ট আকারে ক্রমিক নম্বর সংযোজন করেছি আমি নিজে। এর দায়-দায়িত্ব আমার।

সমাবেশ করেন। অতপর সেখানে প্রদান করেন এক দিক-নির্দেশনামূলক ভাষণ। এ ভাষণের প্রতিটি বাক্যই ছিলো ব্যাপক তাৎপর্য মণ্ডিত, মর্মস্পর্শী ও প্রভাব বিস্তারকারী। ভাষণে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করার পর বলেন : °

০১. সত্যতম বাণী আল্লাহর কিতাব।
০২. সর্বাধিক মজবুত হাতল তাকওয়া নিঃসৃত বাণী।
০৩. সর্বোত্তম আদর্শ ইবরাহিমের আদর্শ।
০৪. সর্বোত্তম নীতিমালা মুহাম্মদের নীতিমালা।
০৫. সবচেয়ে মর্যাদাবান কথা আল্লাহর সম্পর্কে আলোচনা।
০৬. সবচেয়ে কল্যাণময় কাহিনী (ইতিহাস) এই কুরআন।
০৭. সর্বোত্তম বিষয় সংকল্পের দৃঢ়তা।
০৮. সর্বনিকৃষ্ট বিষয় দীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবন।
০৯. সবচেয়ে কল্যাণময় জীবন পদ্ধতি নবীদের জীবন পদ্ধতি।
১০. সবচেয়ে মর্যাদাবান মৃত্যু শহীদি মৃত্যু।
১১. সবচেয়ে বড় অজ্ঞতা সঠিক পথ প্রাপ্তির পর ভ্রান্ত পথে চলে যাওয়া।
১২. সবচে' ভালো কাজ সেটি- যা সুফলদায়ক।
১৩. সর্বোত্তম উপদেশ সেটা- যা অনুসরণ করা হয়।
১৪. নিকৃষ্টতম অন্ধতা অন্তরের অন্ধতা।
১৫. উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম (অর্থাৎ হাত পাতার চাইতে দান করা উত্তম)।
১৬. অটেল বিলাসযোগ্য সম্পদের চাইতে পরিমিত কার্যকরি সম্পদ উত্তম।
১৭. সবচে' নিকৃষ্ট ওয়র মৃত্যুকালের ওয়র।
১৮. নিকৃষ্টতম লজ্জা কিয়ামতের দিনের লজ্জা।
১৯. কিছু লোক এমন আছে, যারা জুমায় এলেও তাদের অন্তর পেছনে পড়ে থাকে।
২০. কিছু লোক আছে, যারা কখনো আল্লাহর স্মরণ করে, কখনো করে না।
২১. মিথ্যা বলা সবচেয়ে বড় পাপ।
২২. সর্বোত্তম প্রাচুর্য অন্তরের ঐশ্বর্য।
২৩. সর্বোত্তম পাথেয় ন্যায়নীতি।

৩. ভাষণের প্রতিটি বাক্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আমরা প্রতিটি বাক্যে নম্বর দিয়ে দিয়েছি।

২৪. জ্ঞানের চূড়া আল্লাহর ভয় ।
২৫. অন্তরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস ।
২৬. আল্লাহর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া কুফুরি ।
২৭. (মৃতের জন্যে) চিৎকার করে কাঁদা জাহেলি কাজ ।
২৮. প্রতারণা হবে জাহান্নামের জ্বালানি ।
২৯. মন্দ নেশা জাহান্নামের পাথের ।
৩০. কাব্য-গীতিতে রয়েছে ইবলিসি কাজ ।
৩১. মদ্যপান পাপের চাবিকাঠি ।
৩২. সর্বনিকৃষ্ট খাদ্য এতীমের সম্পদ ভক্ষণ ।
৩৩. সৌভাগ্যবান সে, যে উপদেশ গ্রহণ করে ।
৩৪. দুর্ভাগা সে, যে মাতৃগর্ভ থেকেই দুর্ভাগা ।
৩৫. তোমাদের প্রত্যেকেই চারহাত জায়গার দিকে ফিরে যাবে ।
৩৬. মানুষের সকল কাজের ফায়সালা হবে আখিরাতে ।
৩৭. শেষ ভালো যার, সব ভালো তার ।
৩৮. নিকৃষ্ট বর্ণনা মিথ্যা বর্ণনা ।
৩৯. যা ঘটবে তা অতি নিকটে ।
৪০. মুমিনকে গালি দেয়া ফাসেকি ।
৪১. মুমিনকে হত্যা করা কুফুরি ।
৪২. মুমিনের মাংস খাওয়া (গীবত করা) আল্লাহর অবাধ্যতা ।
৪৩. মুমিনের সম্পদ তার রক্তের মতোই পবিত্র ।
৪৪. যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে বেশি বেশি কসম করে, আল্লাহ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন ।
৪৫. যে ক্ষমা করে দেয়, তাকে ক্ষমা করা হয় ।
৪৬. যে কাউকেও নিরাপত্তা দেয়, সে আল্লাহর নিরাপত্তা পায় ।
৪৭. যে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে, আল্লাহ তাকে প্রতিদান দেন ।
৪৮. যে সম্পদের বিপর্যয়ে ধৈর্য ধরে, আল্লাহ তাকে উত্তম বদলা দেন ।
৪৯. যে অপরের দোষ বলে বেড়ায়, আল্লাহ তাকে অপমানিত করেন ।
৫০. যে আল্লাহর অবাধ্য হয়, আল্লাহর শাস্তি তার জন্যে অবধাবিত ।^৪

৪. সূত্র: বায়হাকি, সিরাতু ইবনু হিশাম, যাদুল মাআদ । বর্ণনা: উকবা ইবনে আমের রা. ।

৩. জ্ঞান ও জ্ঞানীর মর্যাদা

রসূলুল্লাহ সা.-এর একটি ভাষণে জ্ঞান ও জ্ঞানীদের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে। সেই মর্যাদাগুলো যেনো শারদীয় নিশিরাতে আকাশ ভরা উজ্জ্বল তারকারাজির প্রদীপ মেলা। ভাষণটি বর্ণনা করেছেন প্রিয় রসূল সা.-এর এক জ্ঞানপিপাসু যুবক সাথি মুয়ায বিন জাবাল রা.। তিনি বলেন আল্লাহর রসূল সা. বলেছেন:

“তোমরা জ্ঞানার্জন করো, কারণ : ৫

০১. জ্ঞানার্জন দ্বারা অন্তরে আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়।
০২. জ্ঞানান্বেষণ একটি ইবাদত।
০৩. জ্ঞানচর্চা একটি তসবীহ।
০৪. জ্ঞান গবেষণা একটি জিহাদ।
০৫. যার যে জ্ঞান নেই তাকে তা শিক্ষা দেয়া একটি দান।
০৬. উপযুক্তকে জ্ঞানদান করা একটি আত্মীয়তা। তাছাড়া
০৭. জ্ঞান হালাল-হারামের নির্ণায়ক।
০৮. জ্ঞান জান্নাত-প্রত্যাশীদের পথের প্রদীপ।
০৯. জ্ঞান নির্জনে বন্ধু।
১০. জ্ঞান পথ চলার সাথি।
১১. জ্ঞান একাকিত্বে আলোচক।
১২. জ্ঞান সুসময় ও দুঃসময়ের পথপ্রদর্শক।
১৩. জ্ঞান শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র।
১৪. জ্ঞান বন্ধু মহলে অলংকার।
১৫. জ্ঞানীদের আল্লাহ মর্যাদা দান করেন।
১৬. জ্ঞানীরা কল্যাণের কাজে নেতৃত্ব দেয়।
১৭. জ্ঞানীদের কর্ম অনুসরণ করা হয়।
১৮. জ্ঞানীদের মতামত মেনে নেয়া হয়।
১৯. ফেরেশতারা জ্ঞানীদের বন্ধুতার প্রত্যাশী হয়।
২০. ফেরেশতারা জ্ঞানীদের শরীরে ডানার পরশ বুলিয়ে দেয়।

৫. প্রতিটি কারণ অত্যন্ত গুরুত্ব বিধায় আমরা নম্বর দিয়ে সেগুলো সাজিয়ে দিয়েছি।

২১. জ্ঞানীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে সকল তাজা এবং নিরস বস্ত্র, পানির মাছ, স্থলের হিংস্র জানোয়ার আর নিরীহ পশু-পাখি।
২২. জ্ঞান হৃদয়কে অজ্ঞতার মৃত্যু থেকে জীবন্ত করে তোলে।
২৩. জ্ঞান অন্ধকারে দৃষ্টির আলো।
২৪. জ্ঞান ব্যক্তিকে ইহকাল-পরকালে মহত ব্যক্তিদের মর্যাদায় সমাসীন করে।
২৫. জ্ঞান নিয়ে ভাবনা সাওমের সমতুল্য।
২৬. জ্ঞান বিনিময় সালাতের সমতুল্য।
২৭. জ্ঞান আত্মীয়তার সম্পর্ক মজবুত করে।
২৮. জ্ঞান চিনিয়ে দেয় বৈধ আর অবৈধ।
২৯. জ্ঞান কর্মের পথ প্রদর্শক।
৩০. কর্ম জ্ঞানের অনুগামী।
৩১. সৌভাগ্যবানেরাই জ্ঞানার্জন করে।
৩২. জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয় দুর্ভাগারাই।” ৬

* * *

৬. সূত্র : ইবনে আবদুল বার আন নামেরি। তিনি বলেছেন, এটি একটি হাসান (উত্তম) হাদিস।